

সূরা ৬৫ : তালাক, মাদানী

৬৫ - سورة الطلاق، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ১২, রুকু ২)

(آيَاتُهَا : ١٢، رُكُوعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

১। হে নাবী! তোমরা যদি
তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক
দিতে ইচ্ছা কর তাহলে
তাদেরকে তালাক দিও
ইদাতের প্রতি লক্ষ্য রেখে,
ইদাতের হিসাব রেখ এবং
তোমাদের রাব্ব আল্লাহকে ভয়
কর; তোমরা তাদেরকে
তাদের বাসগৃহ হতে বহিস্কার
করনা এবং তারাও যেন বের
না হয়, যদি না তারা লিগু হয়
স্পষ্ট অশ্লীলতায়; এগুলি
আল্লাহর বিধান। যে আল্লাহর
বিধান লংঘন করে সে
নিজেরই উপর অত্যাচার
করে। তুমি জাননা, হয়তো
আল্লাহ এরপর কোন উপায়
করে দিবেন।

١. يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী একটি নির্দিষ্ট সময় স্বামীর বাড়ীতে থাকবে

প্রথমে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মর্যাদা ও সম্মানের সাথে
সম্বোধন করা হয়েছে, অতঃপর এরই অনুসরণে তাঁর উম্মাতকে সম্বোধন করা
হয়েছে এবং তাদেরকে তালাকের মাসআলা শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) তার স্ত্রীকে মাসিক অবস্থায় তালাক দেন। উমার (রাঃ) ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা শুনে অসম্মত হন এবং বলেন :

‘সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় এবং ঋতু হতে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীরূপেই রেখে দেয়। অতঃপর পুনরায় ঋতুবতী হওয়ার পর যখন পবিত্র হবে তখন ইচ্ছা হলে এই পবিত্র অবস্থায়, সহবাসের পূর্বেই তালাক দিবে। এটাই ঐ ইদাত যার হুকুম আল্লাহ তা‘আলা দিয়েছেন।’ (ফাতহুল বারী ৮/৫২১, ৯/২৫৮, ৩৯৩; মুসলিম ২/১০৯৪, ১০৯৫)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে ইব্ন যুরাইয (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু যুবাইর (রহঃ) তাকে বলেছেন, আজজাহর (রহঃ) আজাদকৃত ভৃত্য আবদুর রাহমান ইব্ন আইমান (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন উমারকে (রাঃ) প্রশ্ন করছিলেন এবং আবু যুবাইর (রহঃ) তা শুনছিলেন : ‘যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হায়েযের অবস্থায় তালাক দেয় তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?’ তিনি উত্তরে বললেন : ‘ইব্ন উমার (রাঃ) অর্থাৎ তিনি নিজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর স্ত্রীকে ঋতুর অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেন। তখন ইব্ন উমার (রাঃ) তাকে ফিরিয়ে নেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন : যখন সে পবিত্র হবে তখন তাকে তালাক দিবে, না হয় রেখে দিবে।

অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ** এই আয়াতটি পাঠ করেন।’ (মুসলিম ২/১০৯৮)

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, **فَطَلَّقُوهُنَّ لَعَدَّتِهِنَّ** এর ভাবার্থ হচ্ছে : ‘যে তোহর বা পবিত্রাবস্থায় সহবাস করা হয়নি ঐ তোহরে তালাক দেয়া।’ ইব্ন উমার (রাঃ), আ‘তা (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইব্ন সীরীন (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মাইমুন ইব্ন মিহরান (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বানও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইকরিমাহ (রহঃ) এবং যাহ্‌হাকও (রহঃ) একই কথা বলেছেন। (তাবারী ২৩/৪৩২-৪৩৪) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে : হায়েযের অবস্থায় তালাক দিওনা এবং ঐ তোহরেও তালাক দিওনা যাতে স্ত্রী-

সহবাস করেছে, বরং ঐ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা কর যে, আবার তার হয়েয হবে এবং ঐ হয়েয হতে আবার পবিত্রতা লাভ করবে। ঐ পবিত্র অবস্থায় একটি তালাক দিয়ে দাও। (তাবারী ২৩/৪৩৫)

এখান হতেই বিজ্ঞ আলেমগণ তালাকের আহকাম গ্রহণ করেছেন এবং তালাকের দুই প্রকার করেছেন। তালাকে সুন্নাত ও তালাকে বিদআত। তালাকে সুন্নাততো এটাই যে, এমন তোহরে বা পবিত্র অবস্থায় তালাক দিবে যাতে স্ত্রী-সহবাস করেনি এবং মাসিক অবস্থায়ও নেই। আর গর্ভাবস্থায়ও তালাক দেয়া যাবে যদি গর্ভ স্পষ্ট হয়। আর তালাকে বিদআত এই যে, হয়েযের অবস্থায় তালাক দিবে অথবা এমন তোহরে তালাক দিবে যাতে স্ত্রী-সহবাস করেছে এবং গর্ভ ধারণ করেছে কি-না তাও জানা যায়নি। তালাকের তৃতীয় প্রকারও রয়েছে যা তালাকে সুন্নাত নয় এবং তালাকে বিদআতও নয়। ওটা হচ্ছে নাবালগা বা অপ্রাপ্ত বয়স্কা স্ত্রীর তালাক এবং ঐ স্ত্রীর তালাক যার হয়েযই হয়না এবং ঐ নারীর তালাক যার সাথে মিলন হয়নি। এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ তোমরা ইদ্দাতের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইদ্দাতের হিসাব রাখবে।

এমন যেন না হয় যে, ইদ্দাতের দীর্ঘতার কারণে স্ত্রীর অন্য স্বামী গ্রহণ করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। আর এ ব্যাপারে তোমরা প্রকৃত মা'বুদ আল্লাহকে ভয় করবে।

ইদ্দাতের সময় স্ত্রীকে স্বামীর ভরণ পোষণ দিতে হবে

ইদ্দাতের সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তালাকপ্রাপ্তা নারীর বসবাসের জায়গা দেয়ার দায়িত্ব স্বামীর। তাকে বাড়ী হতে বের করে দেয়ার কোন অধিকার স্বামীর নেই এবং সে নিজেও বের হয়ে যাবেনা। কেননা সে তখন পর্যন্ত বিয়ের আইনানুযায়ী স্বামীর অধিকারে আবদ্ধ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী তার ইদ্দাত অবস্থায়

স্বামীর ঘর ত্যাগ করবেনা। তবে সে যদি ফাহিশা কাজে লিপ্ত হয় তাহলে সে তার স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যাবে। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (রহঃ), শাবী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইব্ন সীরীন (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবু কিলাবাহ (রহঃ), আবু সালিহ (রহঃ), যাহ্বাক (রহঃ), সাঈদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), 'আতা আল খুরাশানী (রহঃ), সুদী (রহঃ), সাঈদ ইব্ন হিলাল (রহঃ) এবং

আরও অনেকে বলেছেন যে, ‘ফাহিশা’ বলতে এখানে ব্যভিচার বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৩/৪৩৮, কুরতুবী ১৮/১৫৬, দুররুল মানসুর ৮/১৯৪) উবাই ইব্ন কাব (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, ‘ফাহিশা মুবাইয়িনাহ’ হল স্বামীর অবাধ্য হওয়া, সবার সম্মুখে তিরস্কার করা, স্বামীর পরিবারকে তুচ্ছ তাক্ষিল্য করা ইত্যাদি। (তাবারী ২৩/৪৩৮)

স্বামীর বাড়ীতে স্ত্রীর ইদ্দাত পালন করার হিকমাত

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন : **وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ** এগুলি আল্লাহর বিধান অর্থাৎ তাঁর শারীয়াত ও সীমারেখা। যে আল্লাহর বিধান লংঘন করে সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا হয়তো আল্লাহ এরপর কোন উপায় করে দিবেন। আল্লাহর ইচ্ছা কেহই জানতে পারেনা। ইদ্দাতের সময়কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর তার স্বামীর বাড়ীতে অবস্থান করা, এটা আল্লাহর হুকুম। এর মধ্যে এই যৌক্তিকতা রয়েছে যে, হয়তো এই ইদ্দাতের মধ্যে তার স্বামীর মত পরিবর্তন হয়ে যাবে। সে হয়তো তালাক দেয়ার কারণে লজ্জিত হবে। তার অন্তরে হয়তো স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার খেয়াল জেগে উঠবে এবং সে স্ত্রীকে রাজআত (তালাক ফিরিয়ে) নিবে। অতঃপর স্বামী-স্ত্রী সুখে শান্তিতে ঘর-সংসার করতে থাকবে। যুহরী (রহঃ) বলেন, উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন যে, ফাতিমা বিনত কায়িস (রহঃ) **لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا** এর ভাবার্থে বলেন, স্ত্রীকে স্বামীর ফিরিয়ে নেয়া। (তাবারী ২৩/৪৪১) শা‘বী (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্‌হাক (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং শাউরীও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৪৪২, কুরতুবী ১৮/১৫৭, দুররুল মানসুর ৮/১৯৪)

ফিরিয়ে না নেয়ার দাবীদার

স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে ভরণ পোষণ পাবেনা

এর ভিত্তিতেই কতক সালাফ এবং তাঁদের অনুসারীদের অভিমত এই যে, **مَبْتُوْهُ** নারী অর্থাৎ ঐ তালাকপ্রাপ্তা নারী যাকে রাজআত করার (ফিরিয়ে নেয়ার) অধিকার স্বামীর বাকী নেই, এর ইদ্দাত পূর্ণ হবার সময় পর্যন্ত বসবাসের জায়গা

দেয়া স্বামীর দায়িত্ব নয়। তাঁদের দলীল হল ফাতিমা বিন্ত কায়িস আল ফিহরিয়্যাহ (রাঃ) সম্পর্কীয় হাদীসটি। যখন তাঁর স্বামী আবু আমর ইব্ন হাফস (রাঃ) তাঁকে তৃতীয় ও সর্বশেষ তালাক দিয়ে দেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীর নিকট বিদ্যমান ছিলেননা। ঐ সময় তিনি ইয়ামানে ছিলেন। সেখান হতেই তিনি স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। তখন তিনি লোক মারফত তাঁর স্ত্রীর নিকট সামান্য বার্লি পাঠিয়েছিলেন এই বলে যে, এটা তাঁকে খোরাক হিসাবে দেয়া হল। এতে ঐ নারী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। ওয়াকীল তাঁকে বললেন : ‘অসন্তুষ্ট হচ্ছ কেন? তোমার খরচ বহন করার দায়িত্ব আমার নয়।’ মহিলাটি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করে এটা জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘হ্যাঁ, ঠিকই বটে। তোমার খরচ বহন করার দায়িত্ব তোমার এই স্বামীর উপর নয়।’ সহীহ মুসলিমে আরও রয়েছে যে, তাকে তিনি বলেন : ‘তোমাকে বসবাসের জন্য ঘর দেয়াও তোমার এ স্বামীর দায়িত্ব নয়।’ অতঃপর তাকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন উম্মে শারিকের (রাঃ) বাড়ীতে তার ইদ্দাতের দিনগুলি অতিবাহিত করেন। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘সেখানেতো আমার অধিকাংশ সাহাবী যাতায়াত করে থাকে। তুমি বরং আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতূমের (রাঃ) গৃহে ইদ্দাত পালন কর। সে অন্ধ মানুষ (সে তোমাকে দেখতে পাবেনা)। তুমি সেখানে তোমার কাপড় খুলেও রেখে দিতে পারবে (শেষ পর্যন্ত)।’ (মুসলিম ১৪৮০)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ মহিলাটিকে বলেন : ‘ওহে কায়িস পরিবারের মেয়ে! ভরণ-পোষণ ও বাসস্থানের দায়িত্ব স্বামীর উপর ঐ সময় রয়েছে যখন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে আবার ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার তার আছে। ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার যখন নেই তখন ভরণ-পোষণ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করাও তার উপর বর্তায়না। তুমি এখান হতে চলে যাও এবং অমুক মহিলার বাড়ীতে তোমার ইদ্দাত পালন কর।’ অতঃপর তিনি বললেন : ‘সেখানেতো আমার সাহাবীগণ যাতায়াত করে থাকে! তুমি বরং ইব্ন উম্মে মাকতূমের (রাঃ) বাড়ীতে তোমার ইদ্দাতের দিনগুলি অতিবাহিত কর। সে অন্ধ মানুষ। সুতরাং সে তোমাকে দেখতে পাবেনা (শেষ পর্যন্ত)।’ (আহমাদ ৬/৩৭৩)

আবুল কাসিম তিবরানী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ফাতিমা বিন্ত কায়িস (রাঃ) যাহহাক ইব্ন কায়িস কারাশীর (রাঃ) বোন ছিলেন। ফাতিমার স্বামী ছিলেন আবু আমর ইব্ন হাফস ইব্ন মুগীরাহ আল মাখযুমী (রাঃ)। ফাতিমা

(রাঃ) বলেন : ‘আবু আমর ইব্ন হাফস (রাঃ) সেনাবাহিনীর সাথে ইয়ামান গিয়েছেন। সেখান হতে তিনি আমাকে তালাক পাঠিয়েছেন। আমি তখন আমার স্বামীর ওলীদের কাছে আমার ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান দাবী করলে তাঁরা বলেন : ‘তোমার স্বামী আমাদের কাছে কিছুই পাঠায়নি এবং আমাদেরকে কোন অসিয়তও করেনি।’ আমি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে তাঁকে বললাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আবু আমর ইব্ন হাফস (রাঃ) আমাকে তালাক দিয়েছেন। আমি তখন তাঁর ওলীদের নিকট আমার বাসস্থান ও খাওয়া খরচ প্রার্থনা করলে তাঁরা বলেন যে, তিনি তাঁদের কাছে কোন কিছু পাঠাননি এবং তাঁদেরকে কোন অসিয়তও করেননি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘এমন স্ত্রীর জন্য বাসস্থান ও খাওয়া খরচের দায়িত্ব স্বামীর উপর রয়েছে যাকে রাজআত করার (পুনরায় ফিরিয়ে নেয়ার) অধিকার তার স্বামীর উপর রয়েছে। অতঃপর অন্য স্বামী গ্রহণ না করা পর্যন্ত যে স্ত্রী তার স্বামীর জন্য হালাল নয় তার খাওয়া-পরা ও বাসস্থানের দায়িত্বও তার স্বামীর নেই।’ (তাবারানী ২৪/৩৮২, নাসাঈ ৬/১৪৪)

২। তাদের ইদ্দাত পূরণের কাল আসন্ন হলে তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দিবে, না হয় তাদেরকে যথাবিধি পরিত্যাগ করবে এবং তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায় পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে; তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিও। ওটা দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করে দিবেন -

۲. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

৩। আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিয্ক; যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই, আল্লাহ সব কিছুই জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।

۳. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ
حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ
جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর প্রতি সদয় ব্যবহার করার নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন : ইন্দ্রাত বিশিষ্টা নারীদের ইন্দ্রাতের সময়কাল যখন পূর্ণ হওয়ার নিকটবর্তী হবে তখন তাদের স্বামীদের দু'টি পন্থার যে কোন একটি গ্রহণ করতে হবে। হয় তাদেরকে যথাবিধি স্ত্রীরূপেই রেখে দিবে, অর্থাৎ যে তালাক তাদেরকে দিয়েছিল তা হতে রাজআত করে তাদেরকে যথা নিয়মে তাদের বিবাহ বন্ধনে রেখে দিয়ে তাদের সাথে স্ত্রীরূপে বসবাস করবে, না হয় তাদেরকে তালাক দিয়ে দিবে। কিন্তু তাদেরকে গাল মন্দ করবেনা, হেয় করবেনা, অভিশাপ দিবেনা অথবা শাসন গর্জন করবেনা। বরং সদয় ও উত্তমভাবে তাদেরকে পরিত্যাগ করবে।

স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার সময় সাক্ষী রাখতে হবে

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন : وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ ۚ যদি তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে রাজআত করে নাও তাহলে তোমাদের মধ্য হতে অর্থাৎ মুসলিমদের মধ্য হতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। যেমন সুনান আবু দাউদ ও সুনান ইব্ন মাজাহয় বর্ণিত হয়েছে যে, ইমরান ইব্ন হুসাইনকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয় : 'একটি লোক তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, অতঃপর তার সাথে সহবাস করেছে। অথচ না সে তালাকের উপর সাক্ষী রেখেছে, না রাজআতের উপর সাক্ষী রেখেছে। এর হুকুম কি হবে?' উত্তরে তিনি বলেন : 'সে সুন্নাতের বিপরীত তালাক দিয়েছে এবং সুন্নাতের বিপরীত রাজআত করেছে। তার উচিত ছিল তালাকের উপরও সাক্ষী রাখা এবং রাজআতের উপরও সাক্ষী রাখা। সে ভবিষ্যতে আর যেন এর পুনরাবৃত্তি না করে।' (আবু দাউদ

২/৬৩৭ ইব্ন মাজাহ ১/৬৫২) ইব্ন জুরাইয (রহঃ) বর্ণনা করেন, ‘আতা (রহঃ) বলেন যে, বিবাহ, তালাক এবং রাজআত দুই জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ছাড়া জায়িয় নয়। যেমন আল্লাহ পাকের নির্দেশ রয়েছে : তবে নিরুপায় হয়ে গেলে সেটা ভিন্ন কথা। মহান আল্লাহ এরপর বলেন :

ذَلِكُمْ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ সাক্ষী নির্ধারণ করার ও সত্য সাক্ষ্য দেয়ার নির্দেশ তাদেরকে দেয়া হচ্ছে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে। যারা শারীয়াতের পাবন্দী ও আখিরাতের শাস্তিকে ভয়কারী।

তাকওয়া অবলম্বনকারীকে আল্লাহ সহজ পথ প্রদর্শন করেন

মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ যে কেহ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পথ সহজ করে দিবেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি শারীয়াতের আহকাম পালন করবে, আল্লাহর হারামকৃত জিনিস হতে দূরে থাকবে, তিনি তার মুক্তির পথ বের করে দিবেন। আর তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে দান করবেন।

মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন : ‘কুরআনুল হাকীমের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক আয়াত হল নিম্নের আয়াতটি :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ

নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ দেন। (সূরা নাহল, ১৬ : ৯০) এবং প্রশস্ততম ওয়াদার আয়াত হল وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا এই আয়াতটি।

ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে : যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তার স্ত্রীকে তালাক দিবে, আল্লাহ তাকে মুক্তি দান করবেন। (তাবারী ২৩/৪৪৬) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। ইব্ন মাসউদ (রাঃ), মাশরুক (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন : সে জানে যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে দিবেন এবং ইচ্ছা করলে দিবেননা; আর তিনি এমন জায়গা হতে দিবেন যা সে জানেনা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হল : আল্লাহ তাকে সন্দেহযুক্ত বিষয় ও মৃত্যুর সময়ের কষ্ট হতে রক্ষা করবেন। আর তাকে এমন জায়গা হতে রিয়ক দান করবেন যা তার কল্পনাতীত। (তাবারী ২৩/৪৪৬) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সওয়ারীতে তাঁর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন : ‘ওহে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি। তুমি আল্লাহকে স্মরণ করবে, তাহলে আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহর হুকুমের হিফাযাত করবে, তাহলে তুমি আল্লাহকে তোমার পাশে পাবে। কিছু চাইতে হলে আল্লাহর কাছেই চাবে। সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে তাঁর কাছেই করবে। উম্মাতের সবাই মিলিত হয়ে যদি তোমার উপকার করতে চায় এবং তা যদি আল্লাহ না চান তাহলে তারা তোমার সামান্যতম উপকারও করতে পারবেনা। অনুরূপভাবে সবাই মিলিত হয়ে যদি তোমার ক্ষতি করতে চায় তাহলে তারা তোমার ক্ষতি করতে পারবেনা, তোমার ভাগ্যে আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন তা ছাড়া। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং কাগজ শুকিয়ে গেছে।’ (আহমাদ ১/২৯৩, তিরমিযী ৭/২১৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ إِنَّمَا اللَّهُ بَالِغُ أَمْرِهِ আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই। অর্থাৎ তিনি স্বীয় আহকাম যেভাবে চান তাঁর মাখলূকের মধ্যে পূরা করে থাকেন।

আল্লাহ সব কিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন :

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। (সূরা রা’দ, ১৩ : ৮)

৪। তোমাদের যে সব স্ত্রীর ঋতুমতী হওয়ার আশা নেই তাদের ইদাত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদাতকাল হবে তিন মাস এবং যাদের এখনও রজস্বালা

۴. وَالَّتِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ ۚ

<p>হয়নি তাদেরও। এবং গর্ভবতী নারীদের ইদাতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহকে যে ভয় করে আল্লাহ তার সমস্যার সমাধান সহজ করে দিবেন।</p>	<p>وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا</p>
<p>৫। এটা আল্লাহর বিধান যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন; আল্লাহকে যে ভয় করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দিবেন মহা পুরস্কার।</p>	<p>۵. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا</p>

যাদের মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে অথবা আদৌ শুরু হয়নি তাদের ইদাতকাল

যে সব নারীর বয়স বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে মাসিক ঋতু বন্ধ হয়ে গেছে এখানে তাদের ইদাতের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তাদের ইদাত হল তিন মাস, ঋতুমতী নারীদের ইদাতের মত তিন হয়েয নয়। যেমন সূরা বাকারাহর আয়াত (২ : ২২৪) এটা প্রমাণ করে। অনুরূপভাবে যেসব অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের এখনও মাসিক শুরু হয়নি তাদেরও ইদাত তিন মাস।

إِنْ ارْتَبْتُمْ ‘যদি তোমরা সন্দেহ কর’ এর তাফসীরে দু’টি উক্তি রয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ), যুহরী (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, তারা রক্ত দেখল এবং এতে সন্দেহ থাকল যে, এটা হয়েযের রক্ত, না ইসতেহাযা রোগের রক্ত। (তাবারী ২৩/৪৫০) আর দ্বিতীয় উক্তি এই যে, তাদের ইদাতের হুকুমের ব্যাপারে সন্দেহ হয় এবং সেটা জানা না যায়, তাহলে সেটা হবে তিন মাস। এই দ্বিতীয় উক্তিটি করেছেন সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং এটিই বেশি প্রকাশমান। (তাবারী ২৩/৪৫২) এই রিওয়াযাতিও এর দলীল যে, উবাই ইব্ন কা’ব (রাঃ) বলেছিলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! বহু স্ত্রীলোকের ইদাত এখনও কুরআনে বর্ণনা করা হয়নি। যেমন নাবালেগ মেয়ে,

বৃদ্ধা এবং গর্ভবতী মহিলাদের (ইদ্দাতের বর্ণনা দেয়া হয়নি)।’ তখন এই আয়াত (৬৫ : ৪) অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ২৩/৪৫১) ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) অনুরূপ আরও একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা’ব (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যখন ইদ্দাত সম্পর্কে সূরা বাকারাহয় একটি আয়াত নাযিল হয় তখন মাদীনার কেহ কেহ বলেন যে, কোন কোন মহিলাদের ইদ্দাতের ব্যাপারে এখানে উল্লেখ করা হয়নি। তারা হল ঐ যুবতী যাদের এখনও মাসিক শুরু হয়নি এবং ঐ বয়স্কা মহিলা যারা গর্ভবতী। অতঃপর এই আয়াত (সূরা তালাক, ৬৫ : ৪) নাযিল হয়। (হাকিম ২/৪৯২)

গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দাতকাল

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ**। অতঃপর গর্ভবতীর ইদ্দাত বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তার ইদ্দাত হল সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া। এটা তালাক কিংবা স্বামীর মৃত্যু যে কোন কারণে হতে পারে। যেমন এটা কুরআনের এই আয়াত ও হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বারা প্রমাণিত। তেমনি জমহুর উলামা এবং পূর্বযুগীয় ও পরযুগীয় আলেমদের উক্তিও এটাই।

আবু সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন লোক ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) নিকট আগমন করে। ঐ সময় আবু হুরাইরাহও (রাঃ) তাঁর নিকট বসা ছিলেন। লোকটি ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করে : ‘যে মহিলার স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর সন্তান ভূমিষ্ট হয় তার ব্যাপারে আপনার ফাতওয়া কি?’ উত্তরে তিনি বলেন : ‘দু’টি ইদ্দাতের মধ্যে শেষের ইদ্দাতটি সে পালন করবে অর্থাৎ এই অবস্থায় তার ইদ্দাত হবে তিন মাস।’ আবু সালামাহ (রাঃ) তখন বলেন : ‘কুরআন কারীমেতো রয়েছে যে, গর্ভবতী মহিলার ইদ্দাত হল সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সময়কাল পর্যন্ত?’ আবু হুরাইরাহ (রাঃ) তখন বলেন : ‘আমিও আমার চাচাতো ভাই আবু সালামাহর (রাঃ) সাথে এক মতে রয়েছি। তৎক্ষণাৎ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) তাঁর গোলাম কুরাইবকে (রাঃ) উম্মে সালামাহর (রাঃ) নিকট এই মাসআলা জানার জন্য প্রেরণ করেন। উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন যে, সুবাই‘আহ আসলামিয়াহর (রাঃ) স্বামী যখন নিহত হন তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। চল্লিশ দিন পর তিনি সন্তান প্রসব করেন। এরপর তার জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিয়ে পড়িয়ে দেন। বিয়ের প্রস্তাবকারীদের মধ্যে আবু সানাবিলও (রাঃ) ছিলেন।’ কিছু দীর্ঘ বর্ণনার সাথে অন্যান্য কিতাবেও এটি বর্ণিত

হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৫২১, ৯/৩৭৯; মুসলিম ২/১১২৩, তিরমিযী ৪/৩৭৫, নাসাঈ ৬/১৯২)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মিসওয়ার ইব্ন মাখরামাহ (রহঃ) বলেন, সুবাই‘আহ আল আসলামিয়াহর (রাঃ) স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন পর একটি সন্তানের জন্ম হয়। তার নিফাসের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাকে বিয়ের ব্যাপারে প্রস্তাব দেয়া হয়। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি চাওয়া হলে তিনি তাকে বিয়ে করার ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেন এবং যথারীতি তার বিয়ে হয়ে যায়। (আহমাদ ৪/৩২৭) ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম আবু দাউদ (রহঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের বর্ণনাধারায় পার্থক্য রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৭/৩৬০, ৯/৩৭৯; আবু দাউদ ২/৭২৮, নাসাঈ ৬/১৯০, ১৯৬; ইব্ন মাজাহ ১/৬৫৪)

মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহঃ) বর্ণনা করেন, উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উত্বাহ (রাঃ) বলেন যে, তার পিতা উমার ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আরকাম (রাঃ) যুহরীর (রহঃ) কাছে পত্র লিখেন যে, তিনি যেন সুবাইআহ বিন্ত হারিস আসলামিয়াহর (রাঃ) নিকট গিয়ে তাঁকে তাঁর ঘটনাটি জিজ্ঞেস করেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ব্যাপারে যে ফাইসালা দিয়েছিলেন তা জেনে নিয়ে তাঁর কাছে পত্র লিখেন। তাঁর কথামত তিনি উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উত্বাহর (রাঃ) কাছে পত্র লিখেন যে, সুবাইআহর (রাঃ) স্বামী ছিলেন সা‘দ ইব্ন খাওলাহ (রাঃ)। তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন। বিদায় হাজ্জে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঐ সময় তাঁর স্ত্রী সুবাইআহ (রাঃ) গর্ভবতী ছিলেন। অল্পদিন পরেই তাঁর সন্তান ভূমিষ্ট হয়। মিসওয়ার ইব্ন মাখরামাহ (রাঃ) বলেন যে, সুবাই‘আহ বিন্ত হারিস আসলামিয়াহর স্বামীর মৃত্যুর কয়েক দিন পর তিনি একটি বাচ্চা প্রসব করেন। নিফাস হতে পবিত্র হওয়ার পর তিনি ভাল কাপড় পরিহিতা হয়ে তাদের জন্য সাজ-সজ্জা করেন যারা তাকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব করেছিলেন। আবুস সানাবিল ইব্ন বা‘কাক (রাঃ) তাঁর নিকট আসেন এবং তাকে এ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করেন : ‘তুমি যে এভাবে বসে রয়েছ, তুমি কি বিয়ে করতে চাও? আল্লাহর শপথ! চার মাস দশদিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বিয়ে করতে পারনা।’ তিনি এ কথা শুনে পোশাক পরিধান করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হন এবং তাঁকে এ মাসআলা জিজ্ঞেস করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন : ‘সন্ত

নি প্রসবের পরেই তোমার ইদাত শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং এখন তুমি ইচ্ছা করলে বিয়ে করতে পার।’ (মুসলিম ১১২২, ফাতহুল বারী ৯/৩৭৯) মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
করে, আল্লাহ তার সমস্যার সমাধান সহজ করে দেন। যে কোন বিপদ আপদ ও কষ্ট হতে তাকে শান্তি দান করে থাকেন।

এটা আল্লাহর বিধান যা তিনি বান্দাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহকে যে ভয় করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দান করবেন মহাপুরস্কার।

৬। তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যে স্থানে বাস কর তাদেরকে সেই স্থানে বাস করতে দিও; তাদেরকে উত্যক্ত করনা সংকটে ফেলার জন্য, তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে, যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য দান করে তাহলে তাদেরকে পারিশ্রমিক দিবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সংগতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে; তোমরা যদি নিজ নিজ দাবীতে অনমনীয় হও তাহলে অন্য নারী তার পক্ষে স্তন্য দান করবে।

٦. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاخْرَجِي

৭। বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে, আল্লাহ যা তাকে দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপিয়ে দেননা। আল্লাহ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি।

۷. لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ
وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

তালাকপ্রাপ্তা মহিলার

যথোপযুক্ত বাসস্থান পাওয়ার অধিকার রয়েছে

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদেরকে হুকুম করছেন যে, যখন তাদের মধ্যে কেহ তার স্ত্রীকে তালাক দিবে তখন যেন তার ইদ্দাতকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে তার বসবাসের জায়গা দেয়। ইব্ন আব্বাস (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, এ জায়গা তার শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী হবে। (তাবারী ২৩/৪৫৭) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, যদি সে খুবই সংকীর্ণ অবস্থার লোক হয় তাহলে যেন তার ঘরের এক কোণায়ই তাকে স্থান দেয়। (দুররুল মানসুর ৮/২০৭)

তালাকপ্রাপ্তার প্রতি নির্দয় ব্যবহার না করার আদেশ

মহান আল্লাহ বলেন : وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ তোমরা তাদেরকে সংকটে ফেলার উদ্দেশ্যে কষ্ট দিওনা। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে এমন সংকটময় অবস্থায় ফেলে দিওনা যে, তারা সহ্য করতে না পেরে বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। অথবা তোমাদের হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা তাদের প্রাপ্য মোহর পরিত্যাগ করে। শাওরী (রহঃ) মানসুর (রহঃ) থেকে, তিনি আবুদ দুহা (রহঃ) থেকে বলেন : তোমরা তাদেরকে এমনভাবে তালাক দিবেনা যে, ইদ্দাত পূর্ণ হওয়ার দুই একদিন পূর্বে রাজআত করার ঘোষণা দিবে, এরপর আবার তালাক দিবে এবং ইদ্দাত পূর্ণ হওয়ার নিকটবর্তী সময়ে রাজআত করে নিবে। (কুরতুবী ১৮/১৬৮)

বাচ্চা প্রসব না হওয়া পর্যন্ত ‘রাজআত’ মহিলার স্বামী থেকে ভরণ পোষণের অধিকার রয়েছে

এরপর ইরশাদ হচ্ছে : **وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ** তালাকপ্রাপ্তা নারী যদি গর্ভবতী হয় তাহলে তার খাওয়া-খরচের দায়িত্ব তার স্বামীর। অধিকাংশ আলেমের মতে এই হুকুম ঐ মহিলাদের জন্য খাস করে বর্ণনা করা হচ্ছে যাদেরকে শেষের তালাক দিয়ে দেয়া হয়েছে। যাদেরকে রাজআত করার (আবার ফিরিয়ে নেয়ার) অধিকার স্বামীর নেই। কেননা যাকে রাজআত করার অধিকার স্বামীর উপর রয়েছে তার খরচ বহন করার দায়িত্বতো স্বামীর উপরই রয়েছে। সে গর্ভবতী হোক, আর না'ই হোক।

তালাকপ্রাপ্তা মা বাচ্চাকে বুকের দুধ পান করানোর জন্য বিনিময় পাবে

এরপর মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন : **فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ** যখন এই তালাকপ্রাপ্ত নারীরা সন্তান প্রসব করবে তখন যদি তারা তোমাদের সন্তান-দেরকে দুধ পান করায় তাহলে তাদেরকে দুধ পান করাতে দিতে হবে। তারা যদি রাজআত হয় তাহলে সন্তানদেরকে দুধ পান করানো বা না করানোর এখতিয়ার তাদের রয়েছে। কিন্তু প্রথম বারের দুধ পান অবশ্য তাদেরকে করাতেই হবে। কেননা শিশুর জীবন সাধারণতঃ এই দুধের সাথেই জড়িত। পরে পান না করাতেও পারে। সে যদি এর পরেও দুধ পান করাতে থাকে তাহলে পিতা-মাতার মধ্যে যে পারিশ্রমিক দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। তোমরা পরস্পর যে কাজ করে থাক তা কল্যাণের সাথে ও নিয়ম মারফিক হওয়া উচিত। এটা নয় যে, ক্ষতি করার চেষ্টা করবে এবং তাকে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করবে। যেমন সূরা বাকারাহয় রয়েছে :

لَا تَضَارَّ وَلَدَةً بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ

নিজ সন্তানের কারণে জননীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা চলবেনা, এবং পিতার জন্যও একই বিধান। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৩৩)

মহান আল্লাহ বলেন : **وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمِصْرُوعٌ لَهُ أُخْرَى** যদি পরস্পরের মধ্যে মতভেদ হয়, যেমন শিশুর পিতা কম দিতে চায় এবং মা তা স্বীকার করতে

না চায়, অথবা মা বেশি দাবী করে এবং পিতার নিকট তা কষ্টকর বোধ হয় এবং তারা যদি কোনক্রমেই একমত হতে না পারে তাহলে স্বামীর অন্য কোন ধাত্রী রাখার এখতিয়ার রয়েছে। তবে হ্যাঁ, ধাত্রীকে যে পারিশ্রমিক দেয়া হবে সেটা নিতেই যদি মা সম্মতি প্রকাশ করে তাহলে মায়েরই অগ্রাধিকার থাকবে। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন :

وَمَنْ قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

শিশুর পিতা অথবা অভিভাবক যে রয়েছে তার উচিত যে, সে যেন তার সামর্থ্য অনুযায়ী শিশুর উপর খরচ করে। বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

কোন ব্যক্তিকেই আল্লাহ তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য পালনে বাধ্য করেননা। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৮৬)

তাকওয়া অবলম্বনকারী এক মহিলার বর্ণনা

এরপর মহান আল্লাহ বলেন : سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا আল্লাহ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি। যেমন অন্য জায়গায় বলেন :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

কষ্টের সাথেইতো স্বস্তি আছে। অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে। (সূরা আলাম নাশরাহ, ৯৪ : ৫-৬)

মুসনাদ আহমাদের একটি হাদীস এখানে উল্লেখযোগ্য। তাতে রয়েছে যে, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন : ‘পূর্ব যুগে এক স্বামী ও এক স্ত্রী বাস করত। তারা অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে কালাতিপাত করত। তাদের কাছে জীবন ধারণের কিছুই ছিলনা। একদা স্বামী সফর হতে ফিরে আসে। সে ক্ষুধার জ্বালায় অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছিল। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল : ‘কোন খাবার আছে কি?’ স্ত্রী বললেন : ‘আপনি খুশি হন, আল্লাহ প্রদত্ত খাদ্য আমাদের নিকট এসে পৌঁছেছে।’ স্বামী বলল : ‘তাহলে নিয়ে এসো। যা আছে তাই এনে দাও। আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত।’ স্ত্রী বলল : ‘আরও একটু ধৈর্য ধারণ করুন!’ মহিলাটি আল্লাহর রাহমাতের অপেক্ষা করতে লাগল। যখন আরও কিছু বিলম্ব হয়ে গেল তখন স্বামী আবার

বলল : ‘তোমার কাছে যা কিছু আছে তা নিয়ে আসনা কেন? আমি যে ক্ষুধার জ্বালায় অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছি।’ স্ত্রী বলল : ‘এতো তাড়াহুড়া করছেন কেন? এখনই আমি চুল্লী হতে পাতিল নামিয়ে আনছি।’ কিছুক্ষণ পর স্ত্রী যখন দেখল যে, স্বামী আবার তাগাদা করতে উদ্যত হচ্ছে তখন সে নিজে নিজে বলতে লাগল : ‘চুল্লি হতে হাঁড়ি উঠিয়ে দেখি তো!’ উঠে দেখে যে, আল্লাহর অসীম কুদরাতে তার ভরসার বিনিময়ে বকরীর গোশ্তে পাতিল পূর্ণ হয়ে আছে এবং আরও দেখে যে, ঘরের যাঁতা ঘুরতে রয়েছে এবং আটা বের হচ্ছে। সে হাঁড়ি হতে সমস্ত গোশ্ৎ বের করে নিল এবং যাঁতা হতে আটা উঠিয়ে নিল এবং যাঁতা ঝেড়ে ফেলল।’ আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন : ‘যাঁর হাতে আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যদি সে যাঁতা না ঝাড়ত, বরং শুধু আটা নিয়ে নিত তাহলে কিয়ামাত পর্যন্ত ঐ যাঁতা ঘুরতে থাকত।’ (আহমাদ ২/৪২১)

<p>৮। কত জনপদ তাদের রাব্ব ও তাঁর রাসূলদের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল দম্ভভরে। ফলে আমি তাদের নিকট হতে কঠোর হিসাব নিয়েছিলাম এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম কঠিন শাস্তি।</p>	<p>۸. وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكَرًا</p>
<p>৯। অতঃপর তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আশ্বাদন করল; ক্ষতিই ছিল তাদের কর্মের পরিণাম।</p>	<p>۹. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عِقَبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا</p>
<p>১০। আল্লাহ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! যারা</p>	<p>۱۰. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأُولَىٰ</p>

ঈমান এনেছ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন উপদেশ।

الَّذِينَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ قَدْ
أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا

১১। প্রেরণ করেছেন এমন এক রাসূল যে তোমাদের নিকট আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করে, যারা বিশ্বাসী ও সং কর্ম-পরায়ণ তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার জন্য। যে কেহ আল্লাহকে বিশ্বাস করে ও সং কাজ করে তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তাকে উত্তম জীবনোপকরণ দিবেন।

۱۱. رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ
اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنْ
بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ
جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ
اللَّهُ لَهُ رِزْقًا

আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করার শাস্তি

যারা আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করে, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে না মানে এবং তাঁর শারীয়াতের উপর না চলে তাদেরকে ধমকের সুরে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন : দেখ, পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যেও যারা তোমাদের নীতির উপর চলত, অহংকার ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করত, আল্লাহর হুকুম ও তাঁর রাসূলদের আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিত, তাদেরকে কঠিনভাবে হিসাব দিতে হয়েছিল এবং কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছিল। ক্ষতিই ছিল তাদের কৃতকর্মের পরিণাম। দুনিয়ার এই শাস্তিই যদি শেষ শাস্তি হত তাহলেতো

একটা কথা ছিল। কিন্তু না, তা নয়! বরং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। সুতরাং হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম হতে শিক্ষা গ্রহণ কর। তোমরা তাদের মত হইয়োনা।

মহান আল্লাহ বলেন : **قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا** নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যিক্র। এখানে যিক্র দ্বারা কুরআনুল কারীমকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

إِنَّا خُنُّنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

আমিই যিক্র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই উহার সংরক্ষক। (সূরা হিজর, ১৫ : ৯)

নাবী/রাসূলগণের গুণাগুণ

এরপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন : **رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ** তিনি মানুষের কাছে আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করে থাকেন, যারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাদেরকে অজ্ঞতার অন্ধকার হতে জ্ঞানের আলোকের দিকে আনার জন্য। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

এই কিতাব আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানব জাতিকে তাদের রবের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পার অন্ধকার হতে আলোর দিকে। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ১) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

আল্লাহই হচ্ছেন মু'মিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যান। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৫৭) অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাযিলকৃত অহীকে নূর বা জ্যোতি বলেছেন। কেননা এর দ্বারা হিদায়াত ও সরল সঠিক পথ লাভ করা যায়। আর মহান আল্লাহ এর নাম রুহও রেখেছেন। কেননা এর দ্বারা অন্তর জীবন লাভ করে থাকে। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا أَلِكْتُبُ وَلَا
الْأَيْمَنُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا ۖ نَّهْدِي بِهِ ۖ مَن نَّشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ
لَتَهْدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ;
তুমিতো জানতেনা কিতাব কি ও ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি একে করেছি আলো
যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি; তুমিতো
প্রদর্শন কর শুধু সরল পথ। (সূরা শূরা, ৪২ : ৫২)

এরপর মহান আল্লাহ বলেন : যে কেহ আল্লাহর বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে,
তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা
চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তাকে উত্তম জীবনোপকরণ দিবেন। এর তাফসীর
ইতোপূর্বে কয়েকবার করা হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন।
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য।

১২। আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন
সগুণ আকাশ এবং পৃথিবীও
সেই পরিমাণ। ওগুলির মধ্যে
নেমে আসে তাঁর নির্দেশ; ফলে
তোমরা বুঝতে পার যে,
আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান
এবং জ্ঞানে আল্লাহ সব
কিছুকে পরিবেষ্টন করে
রয়েছেন।

۱۲. اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ
سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ
يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ
اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

আল্লাহ তা'আলার পরিচয়

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতা ও বিরাট সাম্রাজ্যের বর্ণনা দিচ্ছেন, যেন
মাখলুক তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁর ফরমানকে মর্যাদার দৃষ্টিতে
দেখে এবং তার উপর আমল করতঃ তাঁকে খুশি করে। তাই তিনি বলেন :
আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সগুণ আকাশ যেমন নূহ (আঃ) তাঁর কাওমকে বলেছিলেন :

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا

তোমরা কি লক্ষ্য করনা আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে?
(সূরা নূহ, ৭১ : ১৫) মহান আল্লাহ অন্য এক জায়গায় বলেন :

نَسِجَ لَهُ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ

সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্ভুক্ত সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৪৪)

মহান আল্লাহর উক্তি : ‘ওগুলিরই অনুরূপ যমীনও (অর্থাৎ যমীনও সাতটি)।’
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে : ‘যে ব্যক্তি যুল্ম করে কারও এক বিঘত পরিমান ভূমি দখল করে নিবে, তাকে সপ্ত আকাশের গলাবন্ধ পড়ানো হবে।’ (ফাতহুল বারী ৫/১২৪, মুসলিম ৩/১২৩২) সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, তাকে সপ্ত যমীন পর্যন্ত ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। (ফাতহুল বারী ৫/১২৪) আমি এর সমস্ত সনদ ও শব্দ বিদায়াহ্ ওয়ান্ নিহায়াহ্ এর শুরুতে যমীন সৃষ্টির আলোচনায় বর্ণনা করেছি। (হাদীস নং ১/১৯, ২০) যেসব লোক বলেছেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল সাতটি অঞ্চল বা ভূ-খণ্ড, তাঁরা অযথা এ কথা বলেছেন এবং বিনা দলীলে কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বিরোধিতা করেছেন। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।

সূরা তালাক এর তাফসীর সমাপ্ত।